তারিখ ... 10 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

# মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মেলেনি : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দাবি করেছেন, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর-পর্বে সরকারি দলের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষেও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্তের জন্য স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহা-পরিচালককে (পরিকল্পনা) আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কাফরুল থানা হতে আলামত হিসেবে জব্দকৃত ৩৬ সেট প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্র যাচাই করেন। কিন্তু জব্দকৃত ৩৬ সেট প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ মেলেনি।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ নাসিম জানান, বর্তমান সরকারের ৬ বছর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

## মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায়

২০ পৃষ্ঠার পর

মেয়াদে সারাদেশে নতুন ১৭টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৩৫টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণকালে দেশে মোট সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪টি। বর্তমানে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ৩১টি। এছাড়া সামরিক ব্যবস্থাপনায় আরো ৬টি মেডিক্যাল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে ৫টিই বর্তমান সরকারের আমলে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৯ সালে দেশে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৬টি। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে সর্বমোট ৭১টি মেডিক্যাল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে।

### ৫শ' কনসালটেন্ট চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হবে

সরকারি দলের সংসদ সদস্য তানভীর ইমামের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সারাদেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৫শ' কনসালটেন্ট চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। সরকারি দলের নুরুন্নবী চৌধুরী শাওনের প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বর্তমানে সারাদেশে স্পেশালাইজড চিকিৎসকের সংখ্যা ৬ হাজার ৮৩৭ জন। এটা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়।

### বিশ্বমানের হাসপাতাল স্থাপনে আগ্রহী ইউএই

সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশে একটি বিশ্বমানের হাসপাতাল স্থাপনে আগ্রহী। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়াতে হাসপাতালটি নির্মাণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেদেশের সরকার। বাংলাদেশে নিযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ড. সাইদ বিন হাজার আল শেহি গতকাল সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে একথা জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে একটি বিশ্বমানের হাসপাতাল হলে এদেশের জনগণ যেমন উপকৃত হবে, তেমনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্যও এটি লাভজনক হবে। মন্ত্রী বাংলাদেশের চিকিৎসক ও নার্সদের আরব আমিরাতে পেশাগত সুযোগ দেয়ার কথাও বলেন। তিনি আরব আমিরাতে বাংলাদেশ থেকে ওষুধ রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির জন্যও আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, আরব আমিরাতের গালফ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের গাজীপুরে একটি ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কাজ করছে যেখানে প্রায় ৩০ রকমের ওষুধ উৎপাদন করা হয়।